গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০৬৮.০১০.০০.০০.০৭৪.২০১৫-৬৩০ তারিখঃ ১৪ আশ্বিন ১৪২৮
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিষয়: নির্মাণ কাজে ইট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইটের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ- সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

নির্মাণ কাজে ইট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইটের গুণগতমান ও স্ট্যান্ডার্ড সাইজ নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত সভা গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ বেলা ০৩:০০ টায় মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা।

২৯/০৯/২০২১

(জেসমিন পারভীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫৬৭

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৩. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৪. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৫. সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, আগারগাও, ঢাকা;
০৬. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৭. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাও, ঢাকা;
০৮. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা;
০৯. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা;
১০. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ;
১১. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্থানীয় সরকার বিভাগ;
১২. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ;
১৩. জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা;
১৪. নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল), এলজিইডি/ডিপিএইচই, ... জেলা।

স্মারক নং-৪৬.০৬৮.০১০.০০.০০.০৭৪.২০১৫-৬৩০/১(০৩) তারিখঃ ১৪ আশ্বিন ১৪২৮
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

০১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
০২. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
০৩. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

(জেসমিন পারভীন)
উপসচিব

Bangladesh

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

বিষয়: নির্মাণ কাজে ইট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইটের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ - সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	**জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়**
সভার তারিখ ও সময়	:	**১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি: বেলা ০৩.০০ টা**
সভার স্থান	:	**সম্মেলনকক্ষ স্থানীয় সরকার বিভাগ।**
উপস্থিতি	:	**পরিশিষ্ট 'ক'**

সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ সভায় উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ, জেলা প্রশাসক, গাজীপুর, ঢাকা ও নরসিংদী এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, রাস্তা ও ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী বিশেষ করে ইটের গুণগতমান নিশ্চিত করা ও সঠিক সাইজের ইটের সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আজকের সভা আহ্বান করা হয়েছে। অত:পর তিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সূচনা বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান।

০২. মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মো: তাজুল ইসলাম, এমপি, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সভায় উপস্থিত সকল সদস্য এবং সাংবাদিকবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান একটি সুখী সমৃদ্ধশীল বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে আসছেন এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ব্যাপকহারে অবকাঠামো নির্মাণসহ রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তা, ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে যদি গুণগত মান নিশ্চিত করা না যায় তবে রাস্তা, ভবন ও অবকাঠামো টেকসই হবে না। নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে বিটুমিন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিটুমিন বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। বিটুমিনের গুণগতমান ঠিক না থাকলে রাস্তা টেকসই হয় না। এছাড়া, রাস্তা নির্মাণে ইটের ব্যবহার করা হয়। মানসম্পন্ন ইটের সরবরাহ না থাকলে ঠিকাদার যে মানের ইট পাবেন তা দিয়েই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবেন। এ কারণে নির্মাণ সামগ্রী যাতে মানসম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জেলা শহরগুলোতে এলজিইডি'র টেস্টিং ল্যাবরেটরি রয়েছে। ইটের গুণগতমানে তারতম্য হওয়ায় এবং সাইজ যথাযথ না হওয়ায় ভবন/স্থাপনা বা রাস্তার স্থায়িত্ব কম হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থাপনা ইটের উপর নির্ভরশীল। কংক্রিটের কাজে ব্রিক চিপসের ব্যবহার বেশি হওয়ায় তা মানসম্মত না হলে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ইটের গুণগত মান ও সঠিক সাইজ নিশ্চতকরণের লক্ষ্যে ইট ভাটার লাইসেন্স প্রদানের সময়ই জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের রাস্তার আইডি নম্বর নেই। ফলে ১টি কাজকে একাধিকবার দেখাবার সুযোগ থেকে যায়। সকল রাস্তার আইডি নম্বর প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ এখন সময়ের দাবি। এলজিইডি'র আওতাধীন রাস্তার দৈর্ঘ্য ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৫৩.৫৪ কি. মি. কিন্তু, এলজিইডি প্রতিটি রাস্তা রোড ইনভেন্টরিতে আইডিভুক্ত করে থাকে এবং তা গেজেট আকারে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ প্রকাশ করে থাকে। প্রতিটি রাস্তা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পূর্বেই রোড আইডি প্রদান করা প্রশংসার দাবি রাখে।

০৩. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উল্লিখিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, একটি স্ট্যান্ডার্ড ইটের উপাদান হলো- সিলিকা ৫৫%, অ্যালুমিনা ৩০%, আয়রন অক্সাইড ৮%, ম্যাগনেসিয়া ৫%, চুন ১% এবং জৈব পদার্থ ১%। এছাড়া, একটি স্ট্যান্ডার্ড ইটের সাইজ হলো- দৈর্ঘ্য ৯.৫ ইঞ্চি, প্রস্থ ৪.৫ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ২.৭৫ ইঞ্চি। বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ইট উৎপাদনকারী দেশ। দেশে ৭০০০ এরও বেশি ইটের ভাটা রয়েছে, যা বছরে প্রায় ২৩ বিলিয়ন ইট উৎপাদন করে থাকে। এই শিল্পটি দেশের জিডিপির প্রায় ১% এবং এখানে প্রায় এক মিলিয়নের বেশি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৩ সনে ৫৯ নং আইনে, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়। এই আইনে আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটা যেমন, Hybrid Hoffman Kiln, Zigzag Kiln, Vertical Shaft Brick Kiln & Tunnel Kiln এর উল্লেখ রয়েছে যা পরিবেশ বান্ধব। এই আইনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত উপজেলা বা ইউনিয়ন বা গ্রামীণ সড়ক ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি ভারী যানবাহন দ্বারা ইট বা ইটের কাঁচামাল পরিবহন না করার নির্দেশ রয়েছে। তাছাড়া, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত উপজেলা বা ইউনিয়ন বা গ্রামীণ সড়ক হতে কমপক্ষে অর্ধ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে ইট ভাটা স্থাপন না করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু, ইটের গুণগত মান ও সাইজের বিষয়ে আইন/বিধিতে সুনির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ নেই। তিনি আরো বলেন, ভালো মানের ইটের বৈশিষ্ট হলো- রং সমস্বত্ত হবে, ধারালো চৌকোণা থাকবে, ফাটলবিহীন হবে, দুইটি ইটকে পরস্পর আঘাত করলে ধাতব শব্দ হবে এবং এর পানি শোষণ ক্ষমতা ১৫% এর বেশি হবে না। ভালো মানের খোয়া তৈরীর ক্ষেত্রে S-Grade (Special) ইট ব্যবহৃত হয়। যার পানি শোষণ ক্ষমতা ১০% এর কম হবে এবং ক্রাশিং স্ট্রেন্থ ২৮০ কেজি/প্রতি বর্গ সে.মি. (গড়) হতে হবে। দেয়াল, এইচবিবি ও সলিং রাস্তা নির্মাণের জন্য A Grade (First Class Brick) ব্যবহার করতে হয় যার পানিশোষণ ক্ষমতা ১৫% এর বেশি হবে না এবং ক্রাশিং স্ট্রেন্থ ১৭৫ কেজি/প্রতি বর্গ সে.মি. (গড়) হতে হবে।

তিনি আরো জানান যে, বর্তমান বাজারে প্রচলিত ইটের সাইজ স্ট্যান্ডার্ড ইটের সাইজের চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক ছোট। সঠিক সাইজের ইট তৈরী হচ্ছে না বা পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় ৫/১০ ইঞ্চি পুরুত্বের দেয়াল নির্মাণের ক্ষেত্রে সঠিক পুরুত্ব রাখা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতি ১০০ ঘনফুট খোয়া তৈরীর জন্য স্ট্যান্ডার্ড সাইজের ৮৫০টি ইট প্রয়োজন হয় কিন্তু, ইটের সাইজ ছোট হওয়ায় বাস্তবে ৮৫০টি ইটের পরিবর্তে প্রায় ১০০০টি ইট প্রয়োজন হচ্ছে। ইটের এইচবিবি রাস্তা তৈরীতে ইটের সাইজ ছোট হওয়ায় বেশি পরিমাণ ইট প্রয়োজন হচ্ছে। এসকল কারণে, ঠিকাদারদের সাথে তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলীদের দ্বন্দ্ব হচ্ছে এবং উন্নয়নমূলক কাজের মান ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। একই ইট ভাটায় বিভিন্ন মানের/ধরণের/সাইজের ইট তৈরী হয় ফলে এইচবিবি এবং ইটের গাঁথুনিতে বন্ডিং এবং ফিনিসিং কাজে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ইটের ফর্মা একটু ছোট আকার হলে বেশি পরিমাণ ইট এক লটে পোড়ানো সম্ভব হয়। একারণে ইট আকারে ছোট বানানো হয়। ইতঃপূর্বে একই স্থান তথা ইট ভাটার আশপাশ হতে মাটি সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে মাটির স্বল্পতার কারণে নদী বা সড়ক পথে দূরবর্তী বিভিন্ন স্থান থেকে মাটি আনা হয় বিধায় মাটির গুণাগুণ ভিন্ন থাকে ফলে একই ভাটায় ইটের আকার ও বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়ে যায়। এছাড়া, ইটের মিস্ত্রিগণ সঠিক সাইজের ইট তৈরি করলে প্রতিদিন কম ইট তৈরি হয় বিধায় তাদের দৈনিক মজুরী কমে যায় তাই তারা ছোট মাপের ইট বানাতে আগ্রহী। এছাড়া, তাড়াহড়া করে ইট প্রস্তুত করতে গিয়ে সঠিক কম্প্যাকশন না হওয়ার কারণেও ইটের আকার ছোট হয়। তিনি সভাকে আরো অবহিত করেন যে, মাটি পোড়ানোর তাপমাত্রা (১১৫০ ডিগ্রি সে.) নিয়ন্ত্রণ প্রচলিত পদ্ধতিতে করা সম্ভব হয় না বিধায় ইটের আকার ও মানের তারতম্য হয়ে থাকে।

০৪. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বলেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে অনেক বড় বড় বিষয় সমাধান হয়েছে। যেকোনো অবকাঠামো নির্মাণে ইটের কোনো বিকল্প নেই। বিটুমিন নিয়েও মন্ত্রী মহোদয় একাধিক সভা করেছেন। এতৎসংক্রান্ত পরবর্তী সভায় তিনি গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে রাখার বিষয়ে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, দৈবচয়ন ভিত্তিতে ইট পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এবং তদারকির কাজের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ডসমূহের সদস্যগণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া, দরপত্রের শিডিউলগুলোতে ইটের সাইজ উল্লেখ করে দেবার বিষয়ে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। দরপত্রে সুনির্দিষ্ট ইটের মাপ উল্লেখ থাকলে ঠিকাদার মাঠ পর্যায়ে এটা নিশ্চিত করতে বাধ্য হবেন। মাঠ পর্যায়ে তদরাকি বাড়ানোর বিষয়টি কীভাবে নিশ্চিত করা যায় সেটা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করতে পারেন মর্মে তিনি জানান।

০৫. সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সভাকে অবহিত করেন যে, গুণগত মানসম্পন্ন ইট এবং সঠিক সাইজের ইট প্রস্তুতের বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ইট ভাটা সংশ্লিষ্ট আইনে সুনির্দিষ্ট কোন বিধান নেই। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিধিমালা জারি করে এটা মনিটরিং করা প্রয়োজন। অতি অল্প সময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পরিপত্র জারি করা যেতে পারে। ইট ভাটার লাইসেন্স নেওয়ার সময় এই পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে। পরবর্তীতে পরিপত্র অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা জেলা প্রশাসকগণ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ মনিটর করবেন।

০৬. এ পর্যায়ে জেলা প্রশাসক গাজীপুর সভাকে অবহিত করেন যে, ইটের গুণগতমান ও স্ট্যান্ডার্ড সাইজ নিশ্চিত করার বিষয়টি পরিপত্র আকারে জারি করা হলে মাঠ পর্যায়ে তা প্রয়োগ করা সহজ হয়ে যাবে। বর্তমানে পরিবেশের ছাড়পত্র না থাকায় অনেক ইটভাটা বন্ধ আছে। মাঠ পর্যায়ে তদারকির লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি পরিপত্রে উল্লেখ থাকলে এবং তা বিধিমালায় সংযুক্ত করা হলে তা বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

০৭. জেলা প্রশাসক, ঢাকা সভাকে জানান যে, স্ট্যান্ডার্ড সাইজের ইট তৈরির বিষয়টি মনিটরিং করার ক্ষেত্রে ইট তৈরীর ফর্মা মাপ দিয়ে দেখা যেতে পারে। তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে, একই চুল্লিতে ভিন্ন ভিন্ন মানের ইট তৈরী হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুল্লির ধারণ ক্ষমতার চেয়ে ২/৩ গুণ বেশি ইট একসাথে পোড়ানো হয়। যার ফলে কোয়ালিটি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

০৮. জেলা প্রশাসক, নরসিংদী সভাকে জানান যে, বর্তমানে নরসিংদীতে ১০৭টি ইট ভাটা চালু রয়েছে। যেখানে মাত্র একটি অটোব্রিক ইট ভাটা রয়েছে। বাকি ১০৬টি ইট ভাটায় জিগজাগ পদ্ধতিতে ইট তৈরী করা হচ্ছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ইটের সাইজ, গুণগতমান, লোকেশন, জ্বালানী ইত্যাদি যাচাই/তদারকি করা যেতে পারে।

০৯. এ পর্যায়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ সময়োপযোগী সভা আহবান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, আইন বা বিধিমালা তৈরী করা অনেক সময়সাপেক্ষ বিষয়। মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা হচ্ছে আসন্ন ইট তৈরীর মৌসুম শুরুর পূর্বেই মাঠ পর্যায়ে মানসম্মত ইট সরবরাহ নিশ্চিত করা। সে হিসেবে, সকল মন্ত্রণালয়ের প্রকৌশল দপ্তর/অধিদপ্তরসমূহকে নিয়ে সভা/পরামর্শ করে ইটের আকার ও গুণগতমান নির্ধারণ করা যেতে পারে। তদারকির বিষয়টি মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ নিশ্চিত করবেন। এ বিষয়ে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় পরিপত্র জারি করতে পারে যা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে। এরপর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে পরিপত্রসমূহ প্রেরণ করা যেতে পারে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় পরিপত্রের আলোকে বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারে।

১০. সভায় উপস্থিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, বিএসটিআই ইটের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে অভিযান পরিচালনা করে থাকে। বিএসটিআই এর পাশাপাশি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে পারেন।

১১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ সালে প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে কিছু সংশোধনী আনা হয়। আজকের সভায় যে সংশোধনের কথা বলা হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে যেকোনো পরিপত্র বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য সহযোগিতা প্রদান করা হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

১২। **বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :**

(ক) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে গুণগত মানসম্পন্ন ইটের ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে দুটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি ইটের ভাটার মালিকগণের সাথে সভা করে গুণগতমানের ইটের উৎপাদন নিশ্চিত করবে এবং বিষয়টি নিবিড় তত্ত্বাবধান করবে।

(খ) এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করতে হবে।

(গ) গুণগত মানসম্পন্ন ইট তৈরির জন্য বিদ্যমান আইনে বা বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে।

১৩। পরিশেষে সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

26/9/2022

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়